

## রহমান রহীম আল্লাহ তাআলার নামে

## রুকু ২

- ০৭৫-১ আমি শপথ করছি রোজ কেয়ামতের,
- ০৭৫-২ আরও আমি শপথ করছি সে নফসের, যে (কিটি বিচ্যুতির জন্যে) নিজেকে ধিক্কার দেয়;
- ০৭৫-৩ মানুষ কি ধরে নিয়েছে, (সে মরে গেলে) আমি তার অস্থিমজ্জাগুলো তার কখনো একত্রিত করতে পারবো না;
- ০৭৫-৪ অবশ্যই (আমি তা পারবো), আমি তো বরং তার আংগুলের গিরাগুলোকেও পুনর্বিন্যস্ত করে দিতে পারবো।
- ০৭৫-৫ এ সত্ত্বেও মানুষ তার সম্মুখের দিনগুলোতে পাপাচারে লিপ্ত হতে চায়,
- ০৭৫-৬ সে ডিঙ্কেস করে, (তোমার প্রতিশ্রুতি) কেয়ামত হবে আসবে?
- ০৭৫-৭ (তুমি বলো,) যেদিন (সবার) দৃষ্টি ধাঁধায়ুক্ত হয়ে যাবে,
- ০৭৫-৮ (যেদিন) চাঁদ নিস্প্রভ হয়ে যাবে,
- ০৭৫-৯ (যেদিন) চাঁদ ও সূর্য একাকার হয়ে যাবে,
- ০৭৫-১০ (সেদিন) মানুষগুলো সব বলে উঠবে (সত্যিই তো! কেয়ামত এসে গেলো), কোথায় আজ পালানোর জায়গা (আমাদের)?
- ০৭৫-১১ (ঘোষণা আসবে) না, (আজ পালানোর জায়গা নেই,) কোনো আশ্রয়স্থল নেই;

- ০৭৫-১২ (আজ) আশ্রয়স্থল ও ঠাই আছে (একটাই এবং তা স্পষ্ট) তোমার মানিকের কাছে,
- ০৭৫-১৩ সেদিন প্রতিটি মানুষকে (খুলে খুলে) জানিয়ে দেয়া হবে, কি (কাজ) নিয়ে সে আজ হাযির হয়েছে, আর কি (কি কাজ) সে পেছনে রেখে এসেছে;
- ০৭৫-১৪ মানুষরা (মূলত) নিজেদের কাজকর্মের ব্যাপারে নিজেরাই সম্যক অবগত,
- ০৭৫-১৫ যদিও সে নিজের (সপক্ষে) বিভিন্ন অভ্যুহাত পেশ করতে চাইবে;
- ০৭৫-১৬ (গুহীর ব্যাপারে হে নবী) তুমি তাতে তাড়াহুড়া করার উদ্দেশ্যে তার সাথে তোমার জিহ্বা নাড়িয়ে না;
- ০৭৫-১৭ এর একত্র করা ও (ঠিকমতো তোমাকে) পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর,
- ০৭৫-১৮ অতএব আমি (জিবরাঈলের মাধ্যমে তোমার কাছে) যখন কোরআন পড়তে থাকি, তখন তুমি সে পড়ার (দিকে মনোযোগ দাও এবং এর) অনুসরণ করার চেষ্টা করো,
- ০৭৫-১৯ অতঃপর (তোমাকে) এর ব্যাখ্যা বলে দেয়ার দায়িত্বও আমার ওপর;
- ০৭৫-২০ কক্ষনো না, তোমরা পার্থিব জগতকেই বেশী ভালোবাসো
- ০৭৫-২১ এবং পরকালীন জীবনকে তোমরা উপেক্ষা করো!
- ০৭৫-২২ সেদিন কিছু সংখ্যক (মানুষের) চেহারা উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠবে,
- ০৭৫-২৩ এ (ভাগ্যবান) ব্যক্তিরা তাদের মানিকের দিকে তাকিয়ে থাকবে,
- ০৭৫-২৪ আবার এদিন কিছু (মানুষের) চেহারা হয়ে যাবে (উদাস ও) বিবর্ণ,
- ০৭৫-২৫ তারা ভাবতে থাকবে, (এক্ষুণি বুঝি) তাদের সাথে কোমর বিচূর্ণকারী (আযাবের) আচরণ (স্পষ্ট) করা হবে;

০৭৫-২৬ কখনো নল, মানুষের প্রাণ (যখন) তার কণ্ঠনালী পর্যন্ত এসে যাবে,

০৭৫-২৭ তাকে বলা হবে, এ (বিপদের) সময় (যাদুটোনা ও) ঝাড় ফুঁক দেয়ার মতো কেউ কি আছে?

০৭৫-২৮ সে (তখন ঠিকমতোই) বুঝে নেবে, (পৃথিবী থেকে এখন) তার বিদায় (নেয়ার পাল্লা),

০৭৫-২৯ (তার এভাবেই) তার (এ জীবনের শেষ) পা' (পরের জীবনের প্রথম) পা'র সাথে জড়িয়ে যাবে,

০৭৫-৩০ তার সে দিনটিই হবে তোমার মালিকের দিকে (তার অনন্ত) যাত্রার (প্রথম) সময়!

### সূরত ২

০৭৫-৩১ (আসলে) এ (জাহান্নামী) ব্যক্তিটি সত্য স্বীকার করেনি এবং (সত্যের দাবী মোতাবেক) সে নামায প্রতিষ্ঠা করেনি,

০৭৫-৩২ বরং (তার বদলে) সে (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং (সত্য থেকে) সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,

০৭৫-৩৩ সে অত্যন্ত দস্ত ও অহমিকাভরে নিজের পরিবার পরিজনদের কাছে ফিরে গেলো,

০৭৫-৩৪ (আল্লাহ তায়ালা বলবেন,) হাঁ, (এ পরিণাম ঠিক) তোমাকেই মানায় এবং এটা তোমারই প্রাপ্য।

০৭৫-৩৫ অতঃপর এ আচরণ তোমারই সাজে, (এটা) তোমার জন্যেই মানায়;

০৭৫-৩৬ মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে তাকে এমনি (নাগামহীন অবস্থায়) ছেড়ে দিয়ে রাখা হবে;

০৭৫-৩৭ সে কি (এক সময়) এক ফোঁটা স্থানিত স্তম্ভবিদ্যুর অংশ ছিলো না,

০৭৫-৩৮ তারপর (এক পর্যায়ে) তা হলো রক্তপিণ্ড, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (তাকে দেহ সৃষ্টি করে) সুবিন্যস্ত করলেন,

০৭৫-৩৯ এরপর আল্লাহ তায়ালা সে থেকে নারী পুরুষের জোড়া পন্নদা করেছেন।

০৭৫-৪০ এরপরও তোমরা কি মনে করো, আল্লাহ তায়ালা মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হবেন না?

*Bengali Translation By : Hafiz Munir Uddin Ahmed*

*Al Quran Academi London*

*Published as Portable Document Format by : Mohammad Noor-e-Alam Siddiquee  
More Free Islamic Stuff at [www.siddiquee.co.nr](http://www.siddiquee.co.nr)*